যৌতুকের জন্য আঁখি সূত্রধরকে হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২১ ডিসেম্বর ২০১১ রাত আনুমানিক ১.৩০ টায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার মাইঝাল মিস্ত্রীপাড়া গ্রামের আঁখি সূত্রধরকে (২০) স্বামী শ্রী অসীম সূত্রধর ও তার বাড়ীর সদস্যরা শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। আঁখির বড় ভাই শ্রী বিপুল কুমার সূত্রধর বাদী হয়ে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানায় ১২ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং- ১০, তারিখ- ২১/১২/২০১১, ধারা- ৩০২/৩৪/১০৯।

পুলিশ আঁখির চাচী শাশুড়ী কমলা রানী সূত্রধরকে ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে গ্রেফতার করে এবং সিরাজগঞ্জ জেলখানায় প্রেরণ করে। প্রধান আসামী অসীম সূত্রধর পলাতক রয়েছে। কিন্তু গত ২২ জানুয়ারী ২০১২ হাইকোর্ট থেকে বাকী ১০ জন ২ মাস অন্তবর্তীকালীন আগাম জামিন নিয়েছেন ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহতের আত্মীয়-স্বজন
- প্রতিবেশি
- ডাক্তার
- তদন্তকারী কর্মকর্তা

ছবি- আঁখি সূত্রধর

শ্রী বিপুল কুমার সূত্রধর, আঁখির বড় ভাই

শ্রী বিপুল কুমার সূত্রধর অধিকারকে বলেন, গত ২০১০ সালের ২৭ জুন বেলকুচি উপজেলার মাইঝাইল মিস্ত্রীপাড়া গ্রামের শ্রী ভাষা সূত্রধরের ছেলে শ্রী অসীম সূত্রধরের সঙ্গে তাঁর ছোট বোন আঁখির বিয়ে হয়। তিনি জানান, বিয়ের সময় অসীমকে তাঁরা যৌতুক হিসেবে ২৫ হাজার টাকা ও ২ ভরি সোনার গহনা দিয়েছিলেন এবং আরো ১০ হাজার টাকা পরে দিবেন বলে বলেছিলেন। বিয়ের পর থেকে অসীম বাকী ১০ হাজার টাকার জন্য তাগাদা দিত এবং এই জন্য আঁখিকে মারধর করতো। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে আঁখিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করতো। বিষয়টি অসীমের বাবা ও মামাদের জানালে তাঁরা অসীমকে শাসন না করে

উল্টো আঁখিকেই বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করতো। তাই আঁখি তার বাবা ও তাঁকে বিষয়টি জানায় এবং বাকী টাকা দিতে বলে। কিন্তু অভাব অনাটনের কারনে টাকাটা তাঁরা দিতে পারেননি। কারন আঁখির বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করেছেন ঋণ করে। এছাড়া আঁখির সন্তান প্রসবের সময় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা খরচ হয়। এই টাকাও তারা ঋন করেছেন বলে জানান।

২১ ডিসেম্বর ২০১১ আনুমানিক রাত ১:৩০ টায় আঁখির চাচাতো ভাসুর শ্রী পলাশ তাঁকে মোবাইলে জানায় আঁখি মারা গেছে। এ সংবাদ শুনে তাঁরা রাত আনুমানিক ৩:০০ টায় আঁখির শ্বশুরবাড়ী মাইঝাইলে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে দেখেন আঁখির লাশ ঘরের খাটের উপর পড়ে আছে। তখন তাঁরা দেখতে পান আঁখির গলায় নখের আচরের দাগ ও বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে রক্তাক্ত জখম রয়েছে। তিনি তখন সেখানে উপস্থিত আঁখির শ্বাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছিল? আঁখির শাশুড়ী আলো রানী সূত্রধর বলেন, আঁখি গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আঁখির চাচী শাশুড়ী কমলা রানী তাদের বলে আঁখি হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। এদের এলোমেলো কথা শুনে সে তার চাচাতো ভাই গোবিন্দকে বেলকুচি থানায় খবর দিতে যেতে বললে অসীমের বাবা ও মামারা তাঁকে ও তাঁর বাবাকে মারার জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সকালে পুলিশ এসে লাশ মর্গে নিয়ে যায়। বিপুল বলেন, যৌতুকের জন্যই আঁখিকে অসীম ও অসীমের পরিবার হত্যা করেছে।

মোছাম্মৎ আসমা খাতুন, অসীমের প্রতিবেশি

মোছাম্মৎ আসমা খাতুন অধিকারকে বলেন, ২১ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ১:০০ টায় অসীমদের ঘরের মধ্যে চিৎকার শুনতে পান এবং তখন সেখানে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন আঁখির লাশ খাটে পড়ে আছে আর অসীমের মা পাশের ঘরে অসীমের মাথায় পানি ঢালছে। অসীমের মা আলো রানী তাকে বলে আঁখি রাতে ভাত খাওয়ার পরে ঘুমিয়ে পড়ে। আঁখির ছেলে কান্না করলে অসীম আঁখিকে দুধ দেওয়ার জন্য ডাকতে গিয়ে দেখে আঁখি মারা গেছে। আসমা আরো বলেন, তখন কেউ তাঁকে বলেনি যে, আঁখি ফাঁস নিয়েছে কিংবা হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। কিন্তু যখন আঁখির বাবা, মা, ভাই ও আত্মীয় স্বজন আসে তখন অসীমের মা বলে আঁখি গলায় ফাঁস নিয়েছে। আর অসীমের চাচী বলে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে।

সন্ধ্যা রানী দাস অসীমের প্রতিবেশি

সন্ধ্যা রানী দাস অধিকারকে বলেন, ২১ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ১:০০ টায় অসীমদের বাড়ীতে হৈ চৈ শুনতে পান। ছুটে গিয়ে দেখেন বাড়ীতে অনেক লোক, তখন তিনি অসীমের বাবা ভাষা সূত্রধরকে জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে? ভাষা সূত্রধর তাঁকে বলে অসীমের বৌ মারা গেছে, মনে হয় হার্ট অ্যাটাক করেছে। তিনি বলেন, আঁখির বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে রক্তাক্ত জখম ছিল।

ডাঃ রবিউল ইসলাম, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতাল

ডাঃ রবিউল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ২১ ডিসেম্বর সকাল ১১:০০ টায় আঁখির লাশ মর্গে নিয়ে আসা হয়। তিনি জানান, ময়না তদন্ত রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন আঁখি শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেছে।

এসআই কামরুল ইসলাম, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, বেলকুচি থানা, সিরাজগঞ্জ

এসআই কামরুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২১ ডিসেম্বর ভোর আনুমানিক ৬:০০ টায় আঁখির চাচাতো ভাই গোবিন্দ বেলকুচি থানায় এসে খবর দিলে তিনি ফোর্স নিয়ে অসীমের বাড়িতে যান। এসময় অসীম ও তার পরিবারের কেউ বাড়ীতে ছিলনা, সবাই পলাতক ছিল। অসীমের ঘরের খাট থেকে আঁখির লাশ মর্গে নিয়ে যান। এসময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অসীমের চাচী কমলা রানী সূত্রধরকে থানায় নিয়ে যান। তিনি বলেন, কমলা রানী সূত্রধর তঁাকঁে জানায়, অসীম তাকে বলেছে আঁখি ভাত খাওয়ার পরে রাত আনুমানিক ১২:৩০ টায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ওদের বাচ্চা কান্নাকাটি করলে অসীম আঁখিকে অনেক বার ডাকতে থাকে কিন্তু আঁখি কোন সাড়া শব্দ না করলে, অসীম তখন ওর মা, বাবা, ভাই ও তাদের ডাকে। সবাই এসে দেখেন আঁখি মারা গেছে। কমলা রানী তাঁকে বলেছেন, তার ধারনা আঁখি হার্ট অ্যাটাক করে মারা গিয়েছে।

পরে আঁখির ভাই বিপুল বাদী হয়ে অসীম সূত্রধরকে প্রধান আসামী করে, আঁখির চাচী শাশুড়ী কমলা রানী সূত্রধরসহ, শ্বশুর ভাষা সূত্রধর, শাশুড়ী আলো রানী সূত্রধর, দেবর আশিক সূত্রধর, চাচা শ্বশুর রঞ্জিত সূত্রধর, চাচাতো ভাসুর বাবলু সূত্রধর, পলাশ সূত্রধর, প্রকাশ সূত্রধর, মামা শ্বশুর পরেশ সূত্রধর, স্বপন সূত্রধর, লিটন সূত্রধরসহ মোট ১২ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। তখন কামরুল ইসলাম কমলা রানীকে মামলার আসামী হিসেবে আদালতের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলখানায় প্রেরণ করেন। এসআই কামরুল ইসলাম ময়না তদন্ত রিপোর্ট ও নিজ তদন্তের অভিজ্ঞতায় বলেন, ঐ ঘরে অসীম আর আঁখি ছাড়া কেউ ছিলনা, তাই অসীম আঁখিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে তিনি ধারনা করছেন। তিনি প্রধান আসামীকে অচিরেই গ্রেফতার করবেন বলে জানান।

-সমাপ্ত-